

সাধারণের অসাধারণ কথা

নববর্ষ ২০২০ সংখ্যা

হৈ হৈ কান্ড, রৈ রৈ ব্যাপার !!

সাধারণেরা আবার ব্যাক !

তবে এবারের সারপ্রাইজটা আলাদা !!

এবারের থিম আর টিম -

কুচোকাঁচা আর ছানাপোনা

ওরাই লিখেছে, এঁকেছে, সাজিয়েছে

নববর্ষের সংখ্যা ওদেরই জন্যে



ওদের ও আমাদের দ্বারা

দেখতে গেলে, ওরা তো আমরাই !



আমি কি করে বাংলা জানলাম ?

আমি তোমাদের ভালবাসি যে,

তাই তোমাদের কাছ থেকেই শিখলাম !

প্রচুর উপহার এনেছি -

দ্যাখো তো কেমন লাগে ....



গল্প



কবিতা



আঁকা

কার্টুন





নাটক



ছবি এঁকেছে –

অহম ব্যানার্জী, অনিকেশ দাস, আরাধ্যা সরকার, অর্ঘকমল সিনহা, ঐশী সরকার, দেবস্মিতা মুখার্জি, ইমন সিনহা, ঈশান সিনহা, নৈঋত অধিকারী, সম্বিত সাহা, সাম্যদীপ সেনরায়, শংখদীপ মাজি, স্নেহাংশুশেখর পাত্র, সৃজা নাথ, তৃষা সাহা

ছবি এঁকে আবার কবিতা লিখেছে – ডি কাব্য

কবিতা লিখেছে – নৈঋত অধিকারী, সম্বিত সাহা, অনিকেশ দাস, তৃষা সাহা, অর্ঘকমল সিনহা

গল্প লিখেছে – নৈঋত অধিকারী, সম্বিত সাহা, সৃজা নাথ, তৃষা সাহা

কবিতা আবৃত্তি করেছে – সিদ্ধিক্ষা কৃষ্ণন, তিতাস মুখার্জি





আমার বন্ধু অহম ব্যানার্জী !

বয়স মাত্র সাত, কলকাতায় থাকে, আর

সল্টলেক শিক্ষা নিকেতন স্কুলে পড়ে !! ও এঁকে ফেলেছে নিচের ছবিটা – তোমাদের জন্যে !!!

কি দারুণ নৌকা, না ? ওকে একটা হ্যাপি নিউ ইয়ার জানাতে ভুলো না কিন্তু !!!





আমার বন্ধু অনিকেশ দাস !

ক্লাস এইটে পড়ে, ডিএভি স্কুলে

ও কি দারুণ একটা ময়ুরের স্কেচ করেছে দ্যাখো !!

আবার ইংরেজিতে কবিতাও লিখেছে ওর মায়ের জন্যে !!!

অনিকেশের আঁকা ও লেখা



Maa, I love You

Maa, I love You,
What can I do for you?
'Needn't to do anything' told by You.

Maa, I love You,
Household chores and toughest work done by You
I can feel the pain for you.

Maa, I love You
Single day you didn't complained about it,
As you feel working makes you fit.

Maa, I love You,
Patience is everything told by told,
If I loses it, managed by You.

Maa, I love You,
I'm not decreasing the value of father,
But mother only increases her value.

Mother I don't only love you,
But I salute You,
For the deed you did.

— Anikesh Das

আমার বন্ধু আরাধ্যা সরকার, বয়সে ছোট হলে কি হবে – ও কিন্তু খুবই বুদ্ধিমান ব্যক্তি ! নিজের সম্বন্ধে কতো কিছু লিখে ফেলেছে দ্যাখো .... আর দারুণ ছবিও আঁকে! পরের দু পাতা জুড়ে ওরই ছবি !!





Favourite friend : Genesis

Favourite food : Ilish Maachh

Favourite book : Ramayan

Favourite song : Khara bayu
boy bege

Favourite place : Dehradun

I like to play with my friends.

Food I don't like : sweets

Book I don't like : sad story book of little mongoose

Song I don't like : sad songs













আমার বন্ধু ঐশী সরকার

কি দারুণ একটা ওয়াটারকালার করেছে !

সঙ্গে ওর নিজের ভাষায় নিজের কথা

Name - Awishi Sarkar
Class - IX, Age - 14
School - K.V. Barrackpore (AFS)



ABOUT MYSELF

Hello dear friends! My name is Awishi I read in class IX in K.V. Barrackpore Airforce. My age is 14 year. My best friends name is Jiya. My hobby is Singing and Painting. I want to visit ♥ Andaman. I like to eat chicken Biryani I like to read Story book and doing Painting also.

NAME - Awishi Sarkar.

CLASS - IX 'A'

School - K.V. Barrackpore (AFS)

Age - 14 year old.









পাঁচ বছরের খুদে বন্ধু
ডি কাব্য

ও কিন্তু কেজি-২ তে পড়ে,
আর ওর বন্ধু আরোহীর সঙ্গে
খেলতে খুব ভালবাসে!

ও নিজের একটা ছবিও এঁকে দিয়েছে !!



Name — D.Kavya
class — K.G.—II
Kharagpur

My self

I am a girl.

My name is D.Kavya..

I am 5 years old.

My father's name is D.Shankar Rao.

My mother's name is D.Sonia Munshi.

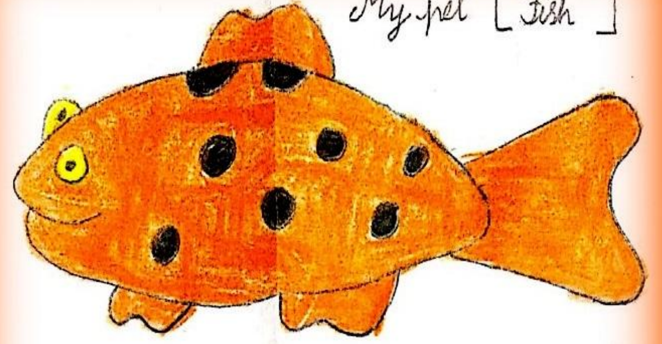
I am in Kg II A.

My school's name is Sacred Heart Primary School.

My best friend's name is Aarohi Gupta.

I like playing games.

My pet [Fish]



I have a fish.

It is orange in colour.

It has 3 long fins.

It is very beautiful.

It is a gold fish.

I call it goldy.

I daily give food to eat

I love goldy very much.





আমার বন্ধু
দেবস্মিতা মুখার্জি
এঁকেছে একটা সুন্দর
ফলের ঝুড়ি !!

Myself

My name is Debosmita Mukherjee. I read in class VII. My school name is Kendriya Vidhyalaya Barrackpore (ARMY). My hobby is dancing and recitation. My aim is to become a doctor and take care of my patient. I want ~~tha~~ that all poor can take the proper medicine and free check-up. I like to eat Biriyani. I do not like to eat fish. I like sweets, fruits and vegetables. I My favorite sweet is Rosomalli. My favorite festival is Durga puja. My Best friend name is Rudrani Saha. She helps me whenever I have a problem. My favorite ice-cream is magnum.







আমার বন্ধু
নৈঋত অধিকারী
সুন্দর সুন্দর অনেকগুলো
ছবি এঁকে ফেলেছে !!!
সঙ্গে ওর পুজোয় বেড়াতে
যাওয়ার একটা গল্প আর
একটা সুন্দর ছড়া !

আমার পরিচয়

নাম - নৈঋত অধিকারী

ক্লাস - দ্বিতীয় শ্রেণি

বয়স = আট বছর

স্কুল = আসানসোল রামকৃষ্ণ মিশন হাই স্কুল

প্রিয় বন্ধু = রাজেন্দ্রপ্রসাদ মুর্মু , অর্ঘ্য মণ্ডল

পছন্দের খাবার - আলু পরোটা

" বই = মহাভারত

" গান = পূজা পর্যায় (বৈদিক আহ্বান)

" বেড়ানোর জায়গা = পুরী

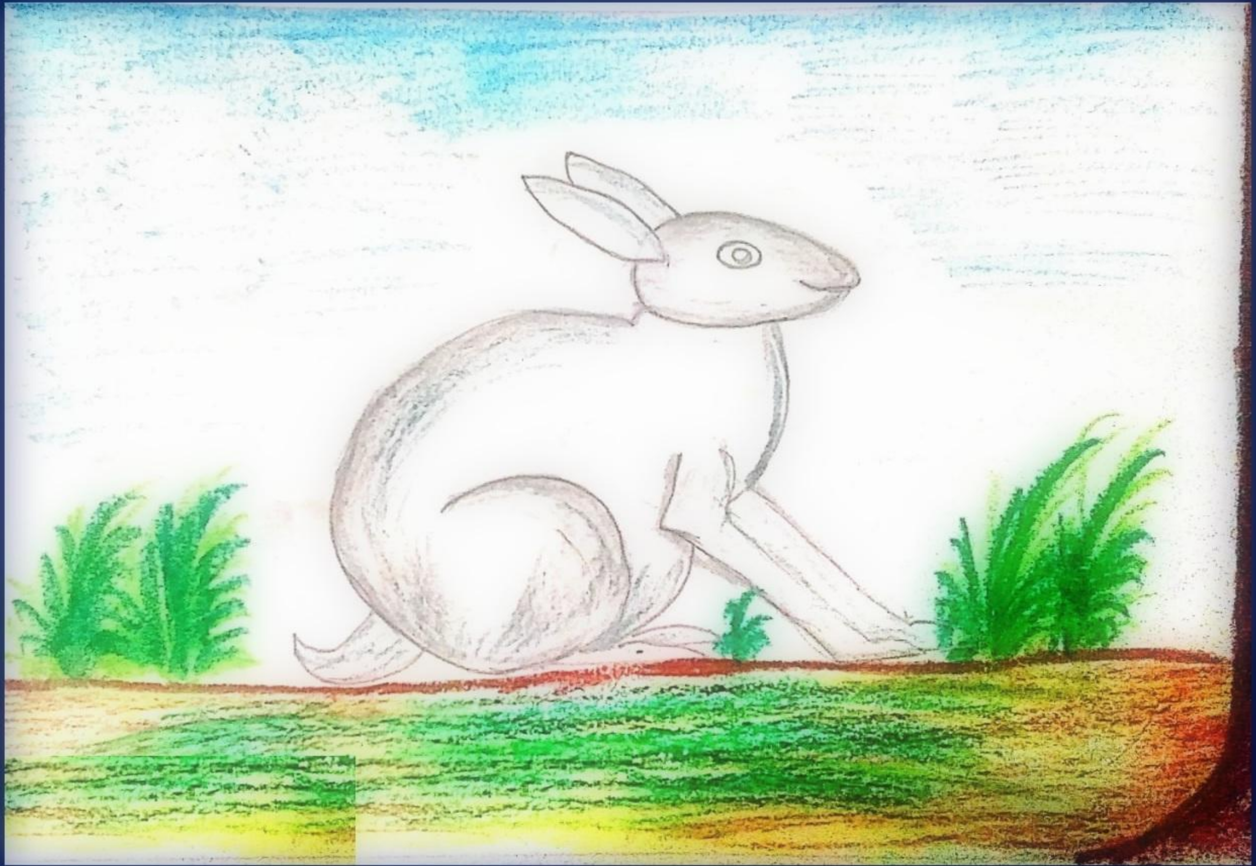
অপছন্দের খাবার = সুক্তি

" বই = স্বাস্থ্য ও শারীরশিক্ষা

" গান = সমস্ত গানই পছন্দ ।

" বেড়ানোর জায়গা = দীঘা











আমার পুজোর বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা —
আমি আমার মা ও বাবা পুজোতে আমার ঠাকুরদার বাড়ি বেড়াতে গেছিলাম। আমরা গোলের ~~রূ~~ চারটি রেল ষ্টেশন পর দুর্গাপুর আসে, যেখানে আমার ঠাকুরদা ঠাকুরমা বাস করেন। যখন আমি দুর্গাপুরে যাচ্ছিলাম তখন আমার মনে খুবই আনন্দ হচ্ছিল। দুর্গাপুরের কাতারিয়া গেট অর্থাৎ কালাজোয়ায় গেটি অবস্থিত। আমরা দশমীর দিন সেখানে গেছিলাম। সেখানে আমার ~~আমার~~ অনেক বন্ধু আছে নাম হল- টুবাই, বৃষ্টিদিদি, সুমিতাদিদি, নচা ~~ভূ~~, বিপ দাদা, সৌম্যজিৎ দাদা, বরুণ, রিঙ্কলি দিদি, প্রদীপ দাদা, সন্দীপদাদা, অমর দাদা, অভিজিৎ দাদা এরা। আমি ও আমার বন্ধুরা ও দিনে খুব খেলেছি খুব মজা করেছি। ~~অবশেষে~~ খুব ভালো লাগে ছিল আমার। অবশেষে লক্ষ্মীপুজার পরের দিন সকাল বেলায় আমরা বাড়ি চলে এলাম। আমার কয়েকদিন থাকতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু আমার স্কুল, বাবার অফিস, মায়ের চাকরি ছিল বলে ফিরে আসতেই হল।।

এই হল আমার পুজোর বেড়াতে যাওয়ার অভিজ্ঞতা

আমার কী কী করতে ভালোলাগে?

আমার বন্ধুদের সাথে বিভিন্ন খেলা যেমন - ইকড়ি মিকড়ি, ঝিমঝিমি এবং গল্প করতে ভালোলাগে।।

আমার জলে নিয়ে খেলা ও আড্ডা মারতে ভালোলাগে।

<u>একটি ছড়া</u> - <u>নিজে</u>

ভারতবর্ষ হল এশিয়ার দেশ
তার চেয়ে বড়ো দেশ রাশিয়া,
এমন একটি দেশ আছে যে
সে নিজেই মহাদেশ
নামটি তার অস্ট্রেলিয়া।
এমন একটি দেশ আছে
এতই ছোটো যে একটাই নেই
তার নাম ভ্যাটিক্যান সিটি তার
হেঁটে সারাদেশ খুঁজতে লাগে নাই,
আছে এমন একটি দেশ
আমাজনের ওমা বেশ
রহস্যের নাহি শেষ
সোনার রাজ্য লঙ্কার
নামটি তার শ্রীলঙ্কা।
এমন একটি দেশের কথা বলি
থাকে যেখানে শুভ্র করী!
কোথা পাবে এমন করী?
~~পাবে সব সুন্দর করী~~;
নামটি তার থাইল্যান্ড।।





আমার বন্ধু সম্বিত সাহা একটা কবিতা লিখেছে গাছ নিয়ে, একটা গল্প ওর পুজোর ছুটি নিয়ে – আর দুইখানা ফাটাফাটি ছবি !!!

MY SELF

My name is Sambit Saha
I study in class V-A.
The name of school is Kendriya Vidyalaya Barrackpore A.F.S.
I am 10 years old.
My father's name is Mr Sanjit Kumar Saha.
My mother's name is Mrs Kabita Saha.
I love to eat Pasta.
I don't like to eat Arums.
My favourite friend is Srirup Das.
My favourite game is cricket.
I like to travel the Andaman and Nicobars.
I like to read the Akbar Birbal' stories.
I don't like to read Arabian Nights stories.

Sambit Saha, Class V A, Age-10
K.V Barrackpore A.F.S



Sambit Saha
Class - V
Kendriya Vidyalaya (AFS)
Barrackpore.

ENJOYING IN PUJA VACATIONS

Our school closed on 3/10/19. I was very excited and delighted. We reached home at afternoon. We wore new dresses in the evening. There was a pandal built in our committee for our Durga Puja. Our idols came on the day of "chaturthi." It was so beautiful. There was Maa Durga with their four children - Ganesh, Laxmi, Saraswati and Karthik.

We saw many programmes on the stage built there. There were many songs, dances and poems held. I recited a small bengali poem on the day of Saptami.

On the day of Navami, we saw many pandals and idols. We took many photos. The pandals were very beautiful. In the evening of Navami, there was a contest "open quiz" for children. Children were giving answers and getting pen.

On the day of Dashami, we were very sad. At 4pm the uncles took the idols a for the immersion.

Sambit Saha Class-VA Age-10+
School- K.V. Barrackpore A.F.S

TREES

Trees are the future,
of our nature.
Save the green tree;
For getting oxygen free.

We plant and grow trees;
By sowing its seeds.
Trees give us many things,
For our needs.

Trees have some colours;
like green, red, yellow and blue.
If you take care of tree,
Tree will take care of you

— Sambit Saha, Class V-A
Age-10, KV Barrackpore (AFS)



Sambit Saha
Class - V
Kendriya Vidyalaya (AFS)
Barrackpore





আমার বন্ধু শংখদীপ মাজি
ক্লাস ফোরে পড়ে, ডিটেকটিভ
গপ্পো পড়তে দারুণ ভালবাসে,
আর ভাত খেতে মোটেই
পছন্দ করে না !



বন্ধু স্নেহাংশুশেখর পাত্র নিজেই একটা সুন্দর পরিচয় লিখে ফেলেছে, সঙ্গে দুর্দান্ত দুটো স্কেচ !!

Myself

- My name is Snehangshu Sekhar Patra.
- My father's name is Sudhangshu Patra
- My Mother's name is Chayanika Patra

Like

Food — Pizza
Book — Harry Potter and Virat Kohli's motivational books
Song — Backbone (Hardy Sandhu)
Place —— Punjab



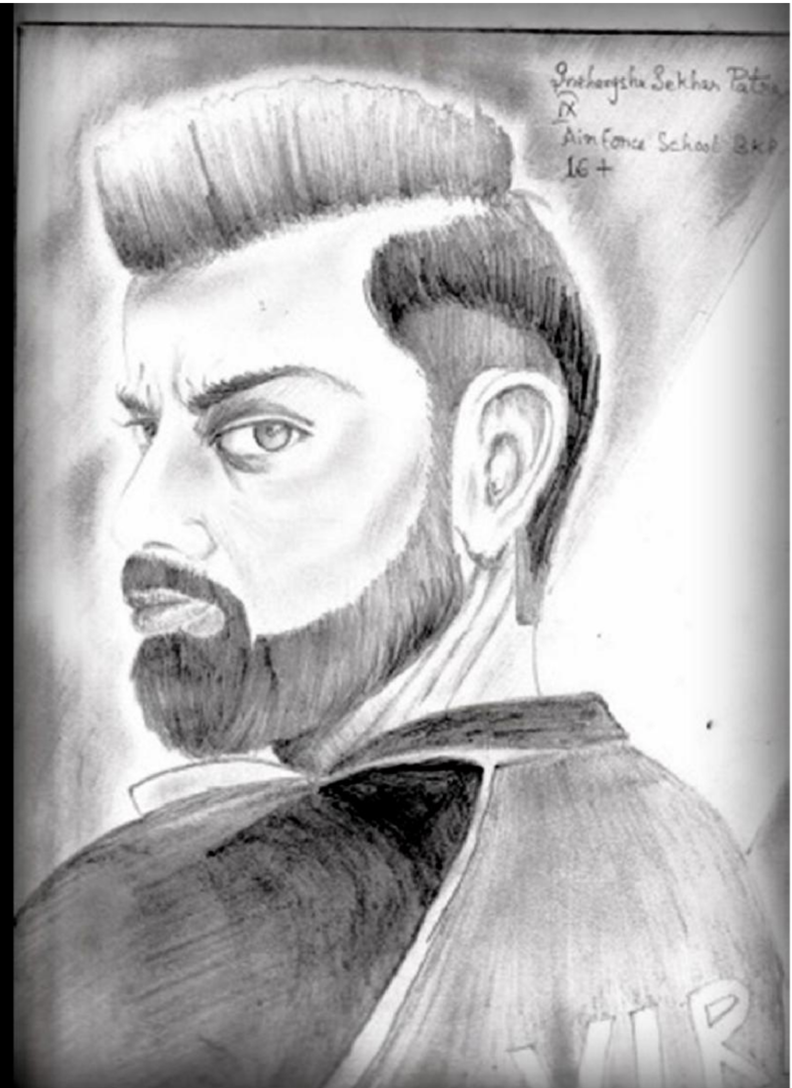
Dislike

Food — Rice
Book — Mythology
Song — Teri Meri (Ranu Mondal)
Place — Vellore

- I enjoy bunking boring classes in school. And bunking school and visit some talented places or programmes.











আমার বন্ধু সৃজা নাথ খুব
ভালো কম্পুটার চালাতে
পারে, দ্যাখো – কি সুন্দর
একখানা গল্প আর নিজের
পরিচয় কম্পুটারে লিখে
ফেলেছে !! আর ছবি তো
ভালো আঁকেই !!!

- নামঃ-সৃজা নাথ
- বয়সঃ- ৭ বছর
- ক্লাসঃ-ক্লাস ২
- স্কুলঃ-লরেটো কনভেন্ট, আসানসোল
- প্রিয় বন্ধুর নামঃ-সুমৌলি পাল
- সবচেয়ে পছন্দের খাবারঃ- বিরিয়ানি
- সবচেয়ে পছন্দের বইঃ- জঙ্গল বুক
- সবচেয়ে পছন্দের গানঃ-আয় রে ছুটে আয় – অন্তরা চৌধুরী
- সবচেয়ে পছন্দের বেড়ানোর জায়গাঃ- পুরী
- সবচেয়ে অপছন্দের খাবার, বই, গান, বেড়ানোর জায়গাঃ- তেমন কোনো নেই
- বন্ধুদের সাথে কি কি মজা (দুষ্টুমি) করতে ভালো লাগেঃ-বন্ধুদের জিনিস লুকিয়ে রাখা

আমার পুজোর ভ্রমণ

সৃজা নাথ

এবার দুর্গোপূজার ছুটিতে মা, বাবা আর আমি মিলে ঠাকুমার কাছে গিয়েছিলাম। রাত্রি ২টোর সময় ট্রেন ধরে সেইদিন দুপুর ১২.৩০য়ে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন পৌঁছেগেলাম। ঝলমলে আকাশ দেখে মনটাও খুব খুশি হয়ে উঠলো। রিকশা করে বাড়ি পৌঁছলাম। নামতেই ঠাম্মি এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলো। তারপরে চান, দুপুরের খাওয়াদাওয়া করে বিকেলে ঠাকুর দেখতে বেরোলাম। প্যান্ডেল থেকে প্যান্ডেল ঘুরে ক্লান্ত হয়ে এক জায়গায় কিছুক্ষন বসলাম। হটাৎ দেখি ঠাম্মি আর মা মোমো নিয়ে এসেছে। টুক করে খেয়ে আবার ঠাকুর দেখা। ঠাকুর দেখতে খুব ভালো লাগলো।

তারপরের দিন শিলিগুড়িতে সব আত্মিয়দের সাথে দেখা করলাম। এরপরে আমরা সবাই মিলে গেলাম রংটং। ট্রেন এ সিট ছিলোনা, তাই গাড়ি করে যাওয়া হলো। রংটং স্টেশন, শুকনা স্টেশন দেখে গেলাম মধুবন পার্ক। পাহাড়ি ঝর্ণার মিষ্টি আওয়াজ, ঠান্ডা হওয়া আর হঠাৎ করে টয় ট্রেন এর লাইন এ ময়ূর দেখা, বেড়ানোটা মনে রয়ে গেলো।

যেদিন আসানসোল ফিরবো, সেদিন সকল বেলায় চমক। প্রথম বার টয় ট্রেন চড়লাম। নিউ জলপাইগুড়ি থেকে শিলিগুড়ি। ঠিক করলাম এর পরের বার বাড়ি গেলে দার্জিলিং পর্যন্ত যাবোই। রাতের বেলায় ট্রেন ধরে আবার আসানসোল।

--সমাপ্ত--






আমার বন্ধু ইমন সিনহা পড়ে ফিউচার ফাউন্ডেশন স্কুলে, ক্লাস সিক্সে – ও আঁকতে আর গান গাইতে খুব ভালোবাসে; ওর ডাকনাম আর বিরাট কোহলির ডাকনাম একই – চিকু !
ও এঁকেছে মা দুর্গার এই ছবিটা




আমার বন্ধু ঈশান সিনহা পড়ে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে, ক্লাস টুয়ে – ও আঁকতে, গান গাইতে আর দাবা খেলতে খুব ভালোবাসে; ও এঁকেছে ভাইফোঁটার এই ছবিটা





আমার বন্ধু সাম্যদীপ সেনরায়ের বয়স মাত্রই ৪ বছর – সোদপুর সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে লোয়ার নার্সারী ক্লাসে পড়ে; ও নিশ্চয়ই ট্রেনে চড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসে, তাই কি সুন্দর একখানা ট্রেন এঁকেছে !!!





আমার বন্ধু তৃষা সাহা নিজের সাথে নিজের সম্বন্ধে নিজেই লিখে ফেলেছে, সুন্দর হাতের লেখায় ... আর বাকি আঁকা আর লেখাগুলো কেমন, তোমরাই বলো !

ABOUT MYSELF

Hello dear friends! My name is Trisha Saha. I read in class VII in K.V. Barrackpore Airforce. My age is 13 year. My best friend's name is Kabita Saha. I like to travel and moreover travelling is my hobby and among the tourist spots which I have visited, I liked the Andaman and Nicobar Island the best. I love to eat Chicken Momos and Ice-creams. I like to read story books of Ruskin Bond. I don't like to read my SST and Sanskrit book.

– TRISHA SAHA

Corruption !

Corruption, Corruption, Corruption
It is now a profession,
Spreading like an infection.
It needs an instant medication
It works like a termite
Eating everything day and night.
It is like cancer,
Deep rooted and full of danger.
We hardly raise our voice
But only give our choice,
About which party is fine
Or which party will shine
Now corruption is like a pollution.
We have to find one solution.

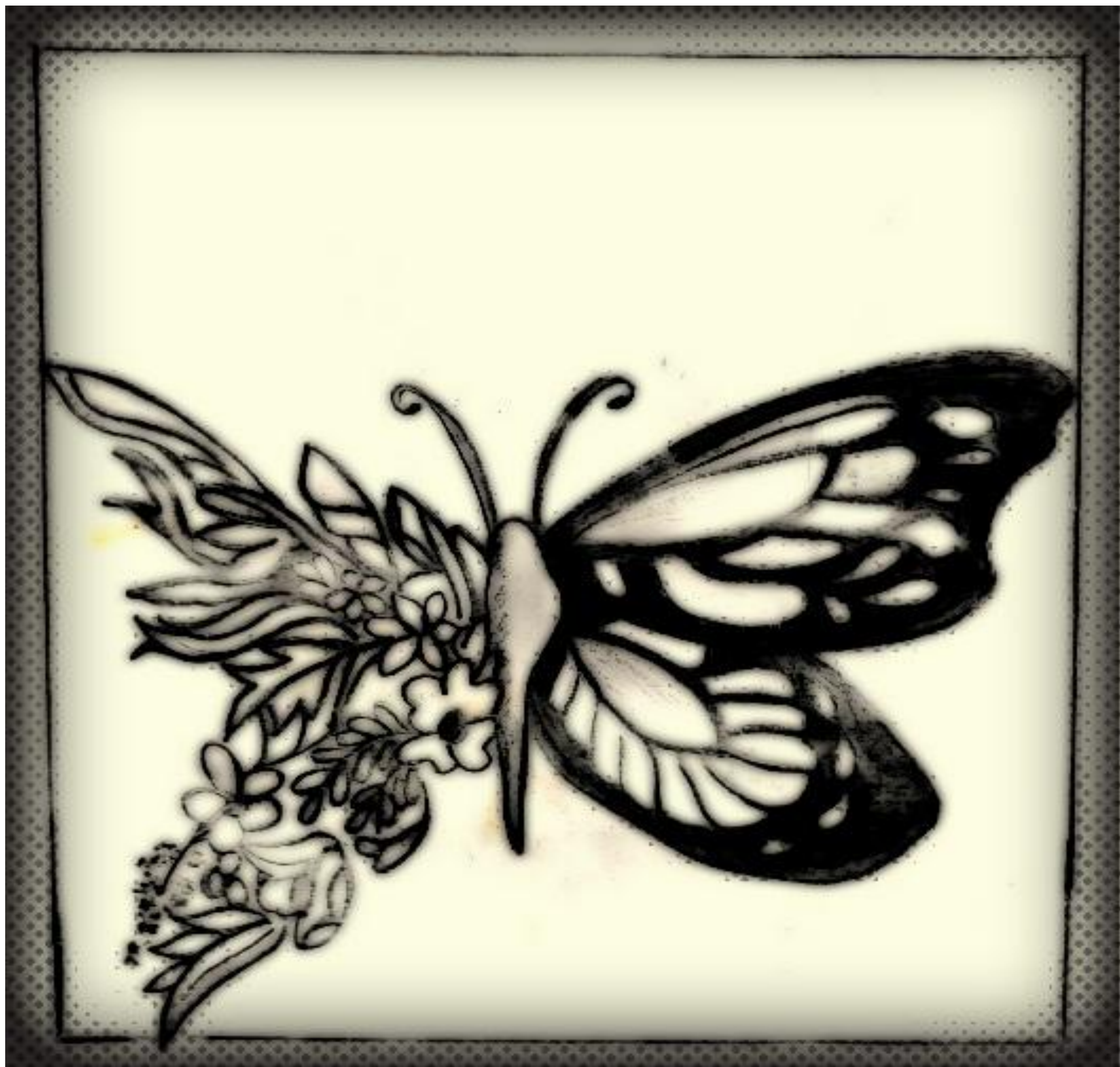
DON'T READ THIS ! ⇓

Nowadays people are very disobidient. They do particularly that thing which are told not to do. In crowded areas it is often written not to drink or smoke. But some people pretend not to look at it and shamelessly does the same thing. Where it's written - 'Please don't throw wastes', people knowingly throw their wastes there and makes that place dirty.

Where it is told not to park cars, people who are highly educated and belong from well to do family even do the same work. In places where it's written - 'Don't Spit' people still do the same act. Now look at yourself. It's written above not to read but still you read it shamelessly.











আমার বন্ধু অর্ঘকমল সিনহা কার্টুন আঁকতে খুবই ভালোবাসে, আর বাকি পরিচয় ও নিজেই লিখে দিয়েছে !!!

অর্ঘকমল সিনহা, বয়স ৮ বছর
শ্রেণী দ্বিতীয়, রামকৃষ্ণ মিশন, আসানসোল
আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু সোমরাজ।
প্রফেসর শঙ্কু রচনা সমগ্র পড়তে, চিকেনের
গরম গরম ঝোল খেতে আর শিব —
— মহিমার সিডি শুনতে আমার খুব
ভালো লাগে। পড়াশুনার সাথে, সাথে
বেড়াতে যাবার জন্যেও স্কুল আমার
সবথেকে পছন্দের জায়গা। ডিমের
কুসুম খেতে আমার মোটেই ভাল লাগে
না। ধ্যানম্যান ও পুঁটকির কার্টুন আঁকা
আমার নেশা।



ধ্যান-ম্যান

সম্পূর্ণ রঙিন কমিকস

গল্প, আঁকা, রং

অর্ঘকমল সিনহা


স্থান | ম্যান
অনেকদিন কোথাও যাওয়া হয়নি। বাইকটারও টায়ার পাংচার। সন্দীপকে ফোন করি।


সন্দীপ.....
আফ্রিকা যাবি? আমার অসুবিধা নেই
ঠিক আছে।

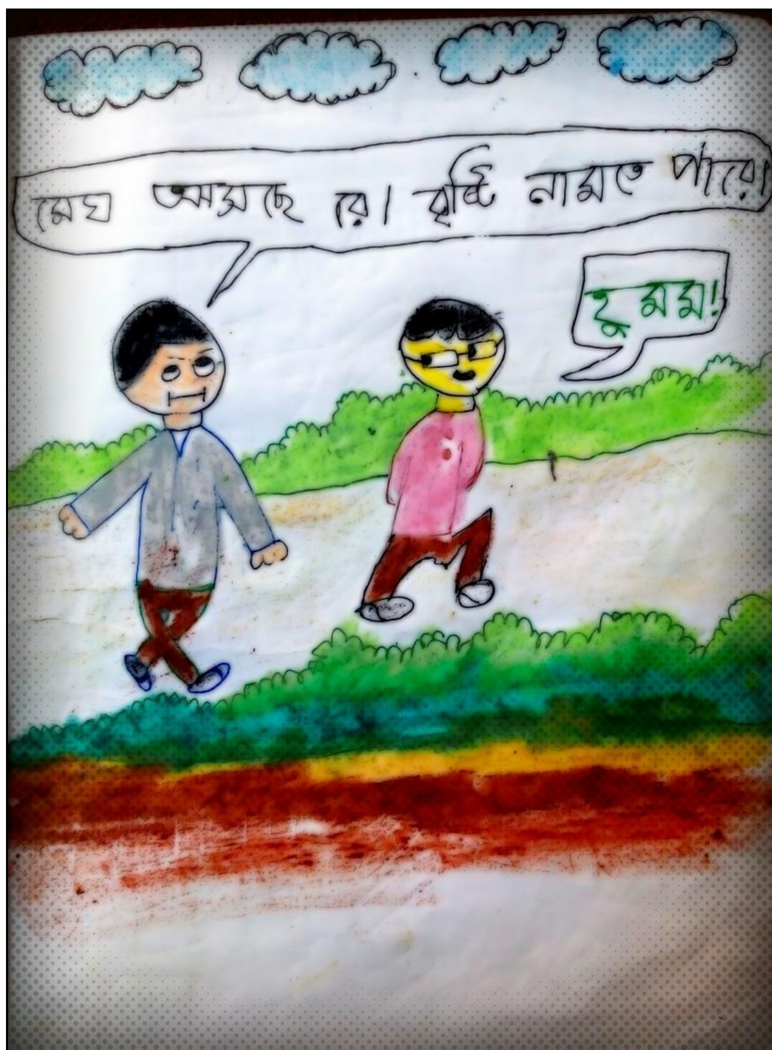

পরদিন সঠিক সময় এয়ারপোর্টে..
ঠিক সময়ে এসে পড়েছিস। প্লেন এখনি ছাড়বে। চল আমরা উঠি।
চল!


প্লেনে ..

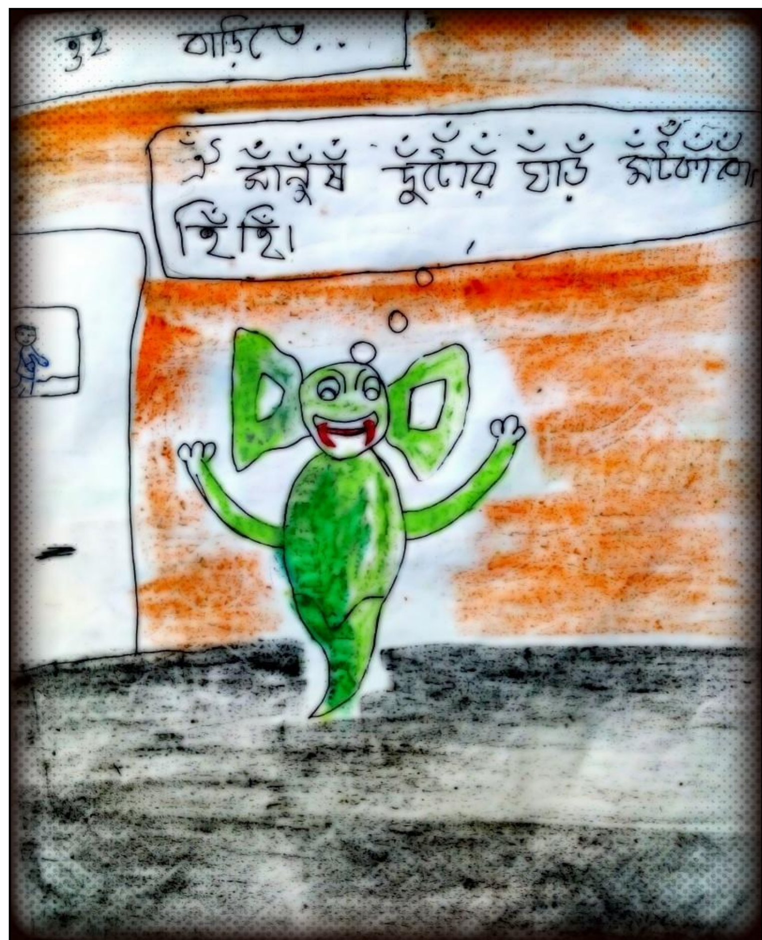

আফ্রিকা জিপে......
গাড়ি আর যাবেনা। এবারে হাঁটা পথ।


কিছু ক্ষন হাঁটার পর.
ওই তো হোটেল
Star Hotel.
Hotel

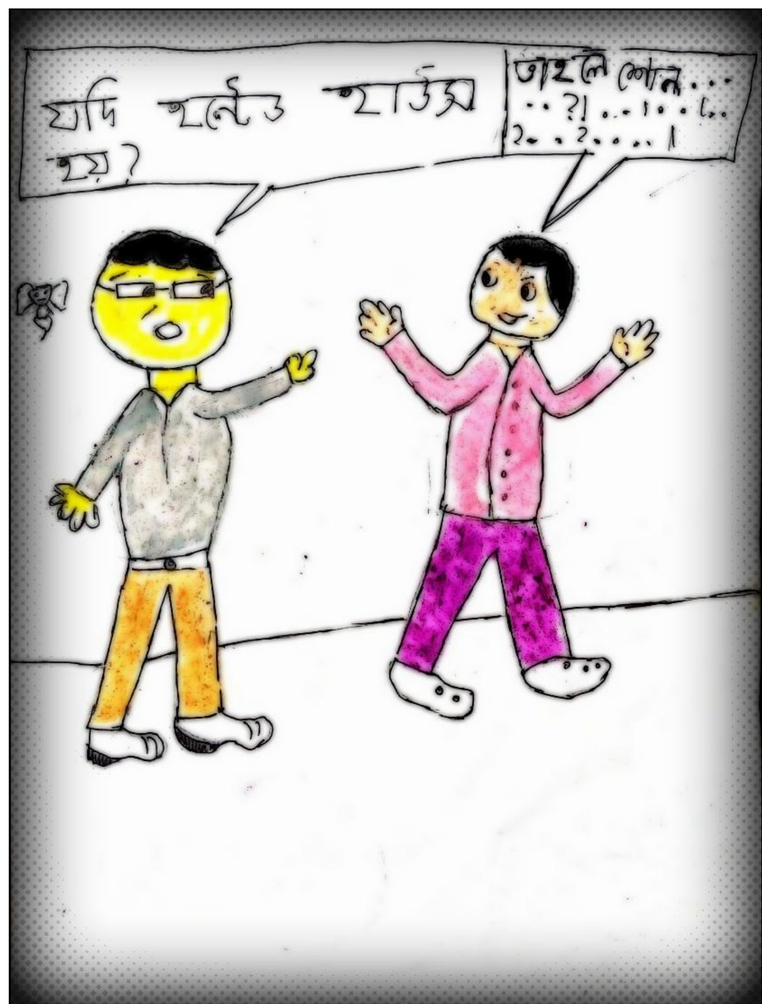

ঘর পাবার পর
দুপুরের খাওয়াটা দারুণ হল।
হ্যাঁ!


মেঘ আসছে রে। বৃষ্টি নামতে পারে।
হুমম!

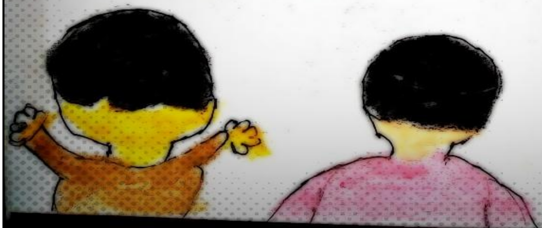

বৃষ্টি নামল। চল, ওই বাড়িটায় ঢুকি।


ভূত বাড়িতে..
হুঁ মাঁনুঁষঁ দুঁটোঁরঁ ঘাঁড়ঁ মঁটঁকাঁবোঁ হিঁ হিঁ।


দরজা নিজে নিজেই খুলে গেল!
ক্যাঁয়াঁয়াঁচ


যদি হন্টেড হাউস হয়?
তাহলে শোন... ..?! ..!..!.. ?..?.....!

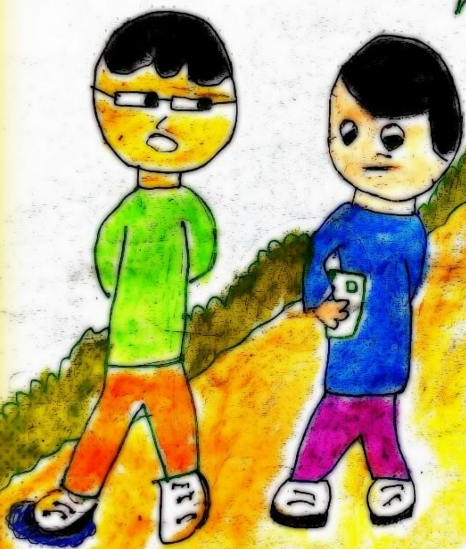

ভোঁদড় খ্যাঁচ। হিঁহিঁ!

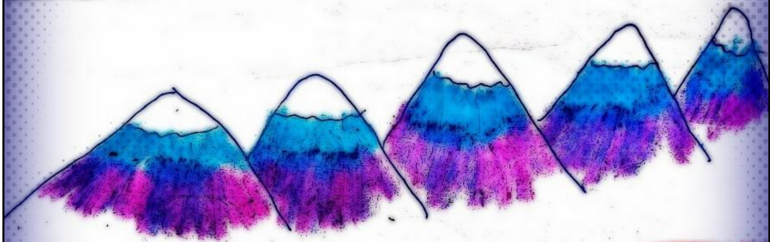



ধ্যানম্যান এগিয়ে এল...
পাঁলাঁউঁ


এই দাখ!




এবার কলকাতা ফিরবো
হ্যাঁ কিন্তু বুলেট ট্রেনে!


স্টেশনে...







ভূত যা দেখেছিল,,,,

আয়না

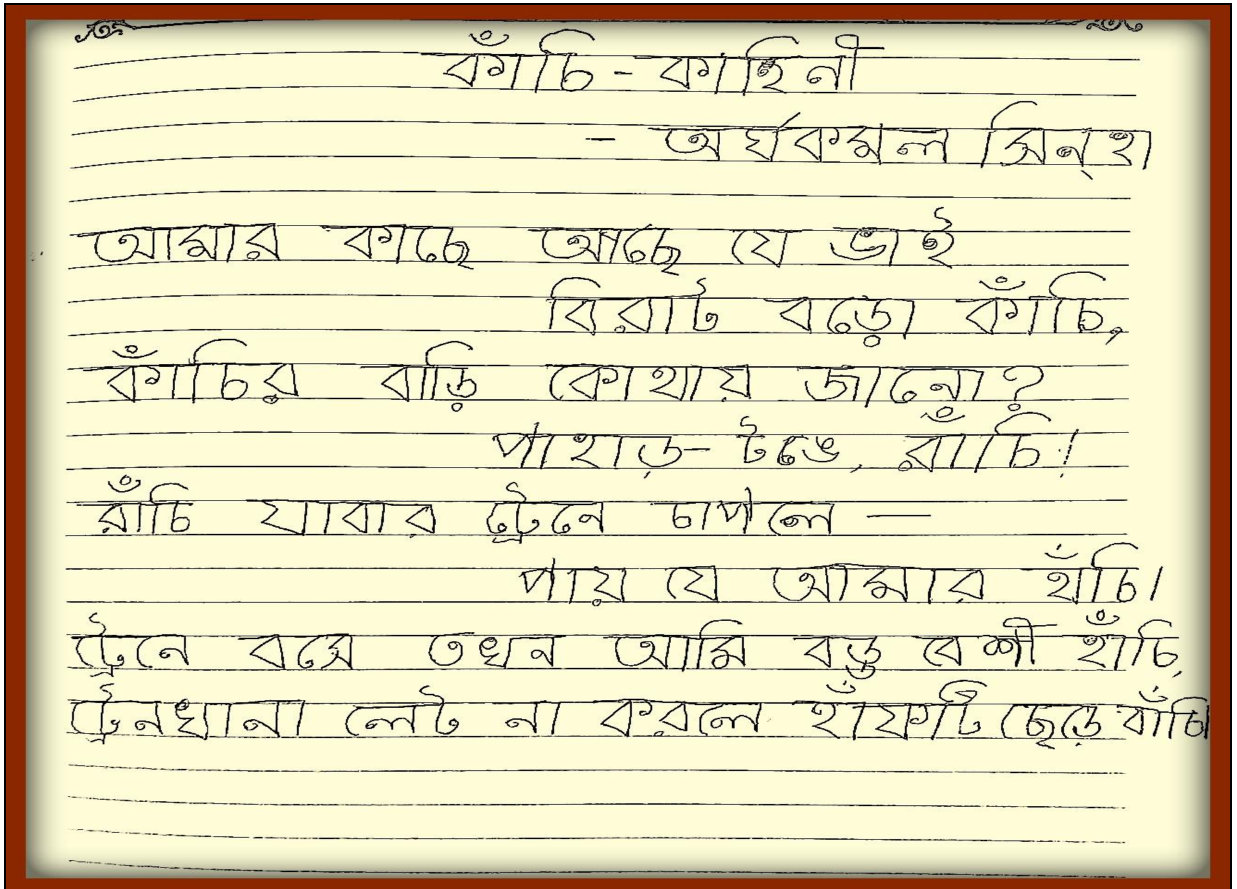
শেষ



আমার দুই বন্ধু সিদ্ধিক্ষা কৃষ্ণন ও তিতাস মুখোপাধ্যায় দুইখানা কবিতা আবৃত্তি করেছে, সেগুলো ইউটিউবে আপলোড করা আছে, তোমরা অবশ্যই শুনবে কিন্তু – নিচের লিঙ্কে ক্লিক করলেই ওদের রেকর্ডিংগুলো খুলে যাবে !

সিদ্ধিক্ষার রেকর্ডিং

তিতাসের রেকর্ডিং



কাঁচি - কাহিনী

— অর্ঘকমল সিন্‌হা

আমার কাছে আছে যে ভাই
বিরাট বড়ো কাঁচি,
কাঁচির বাড়ি কোথায় জানো?
পাহাড়-টঙে, রাঁচি!
রাঁচি যাবার ট্রেনে চাপলে —
পায় যে আমার হাঁচি।
ট্রেনে বসে তখন আমি বড্ড বেশী হাঁচি,
ট্রেনখানা লেট না করলে হাঁফটি ছেড়ে বাঁচি



পরের লেখা, আঁকা, কবিতা, কার্টুনগুলো জলদি তৈরী করো ! কিছুদিন বাদেই আমি আবার চাইতে আসবো, তোমাদের উপহারেই তো আমার ঝুলি ভরে কি না…

Wish You All a Very Happy and Fulfilling New Year 2020 !